আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

সংগৃহীত ছবি

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ। ১৯৫২ সালের এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর তৎকালীন পুলিশ গুলি চালায়। সেই গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বারসহ আরও অনেকে। তাদের আত্মত্যাগের স্মরণেই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রাত ১২টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাত ১২টা ৪০ মিনিট থেকে সাধারণ মানুষ শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে পারবেন।

দিবসটি ঘিরে রাজধানীতে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রায় ১৫ হাজার সদস্য মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করবে র‍্যাবসহ অন্যান্য বাহিনী।

LENS ASIA

ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে, তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায়। ১৯৪৮ সালে আন্দোলন সীমিত আকারে চললেও ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তা বিস্ফোরিত রূপ নেয়। সেদিন সকালেই শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালায়। শহীদদের রক্তে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ মানুষও প্রতিবাদে শামিল হন এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আয়োজিত গায়েবি জানাজায় অংশ নেন।

শহীদদের স্মরণে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতারাতি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত হয় একটি অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ। তবে ২৬ ফেব্রুয়ারি সেটি ভেঙে ফেলে তৎকালীন সরকার। কিন্তু দমন-পীড়ন আন্দোলনকে থামাতে পারেনি; বরং ভাষা আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় এবং ৭ মে গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আসে। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। পরে ১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল' পাস হয় এবং ৮ মার্চ থেকে তা কার্যকর করা হয়।

বিশ্বপরিসরেও একুশের তাৎপর্য স্বীকৃত। জাতিসংঘ ২০১০ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই ইতিহাস আজও বাঙালির চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত।